দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 0 8 JUL 2007
পৃষ্ঠা 20 কলাম 7

শিক্ষা খাতে কম বরাদ্দ দিয়ে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট পেশ

॥ নিজামুল হক ॥

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের (ইউজিসি) তাগিদ উপেক্ষা করে শিক্ষা আনুষঙ্গিক খাতে সবচেয়ে কম বরাদ্দ দিয়ে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের এবারের বাজেট পেশ করা হয়েছে। ইউজিসি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা আনুষঙ্গিক খাতে বেশি বাজেট বরাদ্দের তাগিদ দিলেও তা না মেনে সবচেয়ে কম বরাদ্দ দেয়া হয়েছে এ খাতে । আর সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে বেতন-ভাতা ও আনুষঙ্গিত খাতে। শিক্ষা আনুষঙ্গিক খাতে কম বরাদ্দ দেয়ার কারণে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মানও ক্রমশ নিম্নগামী হচ্ছে। ২০০৫ সালে প্রকাশিত ইউজিসি তাদের সর্বশেষ প্রতিবেদনে এ ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করে উল্লেখ করে, শিক্ষা আনুষঙ্গিক খাতে কম বরাদ্দের কারণে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার গুণগত মান অর্জন ও মান ধরে রাখা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। ইউজিসি তাদের প্রতিবেদনে শিক্ষা আনুষঙ্গিক খাতে বেশি বরাদ্দ দেয়ার তাগিদ (১৯শ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

(২০শ পৃঃ পর)

শিক্ষাখাতে কম বরাদ্দ

দেয়। অথচ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মঞ্জুরী কমিশনের এ তাগিদ উপেক্ষা করে ২০০৬-০৭ ও ২০০৭-০৮ অর্থ বছরেও শিক্ষা আনুষঙ্গিক খাতে কম বরাদ্দ দিয়েছে।

এবছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪৪ কোটি ৪৫ লাখ টাকার বাজেট ঘোষণা করা হয়। এর মধ্যে মাত্র ১৪ কোটি ৭৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা শিক্ষা আনুষঙ্গিক খাতে বরাদ্দ দেয়া হয়, যা মোট বাজেটের ১০ দশমিক ৩৪ ভাগ। এখাতে এবারের বরাদ্দ গতবারের চেয়েও কম। গতবছর এ খাতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল মোট বাজেটের ১০ দশমিক ৪৫ ভাগ। শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতায় সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে । এখাতে বরাদ্দের পরিমাণ ৯৫ কোটি টাকা।

এবার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬৭ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকার বাজেট পেশ করা হয়েছে । এর মাত্র ৪ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা শিক্ষা আনুষঙ্গিক খাতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এবছরের মোট বাজেট ৮২ কোটি টাকার মধ্যে মাত্র ৬ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে শিক্ষা আনুষঙ্গিক খাতে। গত বছর এ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাজেট ছিল ৭২ কোটি টাকা । এর মধ্যে ৮ কোটি টাকা শিক্ষা আনুষঙ্গিক খাতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত বছরের বাজেট ছিল ১৩ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে বেতন- ভাতায় বরাদ্দ রাখা হয়েছিল ৯ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা। মাত্র ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছিল শিক্ষা আনুষঙ্গিক খাতে। এ বছর খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৫ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার বাজেটের মধ্যে শিক্ষা আনুষঙ্গিক খাতে বরাদ্দ ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। বেতন-ভাতায় বরাদ্দ ১০ কোটি টাকা।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট বাজেট ২২০ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা । এর মধ্যে মাত্র ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা শিক্ষা আনুষঙ্গিক খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে। সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ রাখা হয়েছে বেতন- ভাতায়। এ খাতে বরাদ্দ ১৬ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা। গত বছর এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮ কোটি ২০ লক্ষ টাকার মধ্যে শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের খরচ ধরা হয়েছে ১৫ কোটি ১০ লক্ষ টাকা। শিক্ষা আনুষঙ্গিক খাতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল মাত্র ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা।

এ ব্যাপারে ইউজিসির চেয়ারম্যান প্রফেসর নজরুল ইসলাম বলেন, শিক্ষা আনুষঙ্গিক খাতে ব্যয় আরো বাড়াতে হবে। তিনি বলেন, ইউজিসির অনুমোদন না নিয়ে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক- কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। এর ফলে এসব শিক্ষক-কর্মকর্তার বেতন-ভাতা দিতে তারা শিক্ষা আনুষঙ্গিক খাতে বরাদ্দ কমিয়েছে। বরাদ্দ বাড়িয়েছে বেতন-ভাতায়। তিনি বলেন, শিক্ষাকে আরো ফলপ্রসূ করতে শিক্ষাখাতে সরকারকে বাজেট আরো বাড়াতে হবে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নিজস্ব আয়ের জন্য তাগিদ দেয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ আয় বাড়ালে শিক্ষা আনুষঙ্গিক খাতে বরাদ্দ বেশি দিতে পারে। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের উচিত বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করা। বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে তারা গবেষণামূলক কাজ করতে পারেন। এ বছর সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার জন্য ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছে। প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এ অর্থ অর্জন করতে হবে।